ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৭৯৩

আগরতলা,০৮ নভেম্বর,২০১৮

ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে সর্বভারতীয় পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করতে পারে তার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার : মুখ্যমন্ত্রী

শিক্ষা হলো জাতির মেরুদন্ড। তাই রাজ্য সরকার রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষার গুণগতমান বাড়াতে সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়েছে। সরকার সেই লক্ষ্যে শিক্ষা সহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে চলছে। আজ আগরতলার নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের ৭১তম বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসবের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, রাজ্যে গুণগতমান সম্পন্ন শিক্ষা প্রসারের জন্য আগামী ২০১৯ সাল থেকে রাজ্যে এন সি ই আর টি পাঠক্রম চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই পাঠক্রম সাধারণত দেশের বিভিন্ন স্থানের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক-শিক্ষিকা মিলে তৈরি করেন। এই পাঠক্রমে ছাত্র-ছাত্রীদের আদর্শবান হওয়া, নিয়মানুবর্তিতা সহ বিভিন্ন বিষয় থাকবে। রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে ইউ পি এস সি-র মতো সর্বভারতীয় স্তরের পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করতে পারে সেই জন্য রাজ্য সরকার এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এতে নিশ্চিতভাবে ত্রিপুরায় শিক্ষার গুণগতমান বাড়বে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই বছর থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় মেধা তালিকায় প্রথম ৫ জনকে চিফ মিনিস্টার স্টেট অ্যানুয়েল অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় এস সি, এস টি, সংখ্যালঘু এবং মহিলাদের মধ্যে প্রথম ৫ জন কৃতী ছাত্র-ছাত্রীকেও এই পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মেধা তালিকায় স্থান পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতার মনোভাব তৈরি হবে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মচারীদের মধ্যে কর্মসংস্কৃতি ফিরিয়ে আনতে এবং কাজে পারদর্শিতা আনার লক্ষ্যে পুরস্কার প্রদান করারও উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। এতে কর্মচারীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস যেমন তৈরি হবে তেমনি সুস্থ প্রতিযোগিতাও শুরু হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করা এবং দেশে ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে স্বচ্ছ প্রশাসন প্রদান করার লক্ষ্যে কাজ করছেন। রাজ্য সরকারও জনগণকে স্বচ্ছ প্রশাসন উপহার দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে গুণগতমান সম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে আরও নতুন ৪টি বি-এড কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। এর মধ্যে একটি মহিলাদের জন্য থাকবে। পাশাপাশি রাজ্যে টেলি কমিউনিকেশন, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তৈরি করারও উদ্যোগ নেওয়া হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার ত্রিপুরাতে শিক্ষা ও আই টি হাব বানানোর লক্ষ্যে কাজ করছে। কারণ আই টি হাব বানানোর ক্ষেত্রে হাই স্পিড ইন্টারনেট সুবিধা সহ উপযুক্ত পরিবেশ রয়েছে ত্রিপুরাতে। রাজ্যের বিভিন্ন বিষয়ে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা বহির্রাজ্যের বিভিন্ন আই টি হাবে সুনামের সঙ্গে কাজ করছে। রাজ্য সরকার চায় তাদের রাজ্যে ফিরিয়ে এনে আই টি হাব বানানোর কাজে নিযুক্ত করতে। রাজ্য সরকার সেই দিশাতেই কাজ করছে।

***২-এর পাতায়

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোনও ব্যক্তি যদি পারদর্শিতার সঙ্গে কাজ করেন তবে সে নিশ্চয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ হবে। তাই ছেলে-মেয়েদের বাড়িতে কর্তব্য নিষ্ঠা, নিয়মশৃঙ্খলা সহ বিভিন্ন সংস্কারের সুশিক্ষা প্রদান করার জন্য অভিভাবকদের কাছে আবেদন রাখেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে যারা শিক্ষা প্রদান করেন তারাও যাতে শিশুদের ভালো আচরণ তৈরি করার সুশিক্ষা দেয় সেই বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী সবকা সাথ সবকা বিকাশের মন্ত্রে দেশের সকল অংশের মানুষের জন্য কাজ করছেন। প্রধানমন্ত্রী উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে অষ্টলক্ষ্মী বানানোর যে স্বপ্ন দেখেছেন সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করে আগামী ৩ বছরের মধ্যে ত্রিপুরাকে মডেল রাজ্য বানানোর লক্ষ্যে কাজ করছে বর্তমান রাজ্য সরকার। এই কাজে রাজ্যের শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ সকল অংশের মানুষের সহযোগিতা চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ভাষণে বিধায়ক আশিস কুমার সাহা বলেন, জাতীয় বীর নেতাজীর নামাঙ্কিত এই বিদ্যালয় রাজ্যের সেরা বিদ্যালয়গুলির মধ্যে অন্যতম। এই বিদ্যালয় থেকে বহু কৃতি ছাত্র-ছাত্রী দেশ ও বিদেশে সুনাম অর্জন করেছেন। আজও সুনামের সঙ্গে এই বিদ্যালয় পঠন-পাঠন প্রদান করে আসছে। বর্তমান সরকার রাজ্যের উন্নয়নে যে সব বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করছে এর মধ্যে অন্যতম হলো শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন। এজন্য রাজ্যের আর্থিক বাজেটেও শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, রাজ্যের ছেলে-মেয়েরা যাতে সর্বভারতীয় স্তরের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জন করতে পারে তার জন্য আগামী ২০১৯ সাল থেকে রাজ্যে এন সি ই আর টি পাঠক্রম চালু করারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটির সম্পাদক ড. দেবব্রত ভৌমিক এবং বিদ্যালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠ করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গৌতম চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে এ বছরের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় মেধা তালিকায় স্থান অর্জনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের, বার্ষিক পরীক্ষায় বিভিন্ন শ্রেণীর কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের এবং ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় সফল কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার প্রদান করেন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ।

*****